কলকাতা উচ্চ আদালত
(ফৌজদারি সংশোধনমূলক এখতিয়ার)
আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ
বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দে

২০১৮ সালের সি. আর. আর. ১৭৪০
সেমন্তি সাহানা ও আরেকজন
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আরেকজন

আবেদনকারীদের জন্য	শ্রী প্রবীর কুমার মিত্র, আইনজীবী
	শ্রীমতি শুভান্বিতা ঘোষ, আইনজীবী
রাজ্যের জন্য	শ্রী প্রসূন কুমার দত্ত, এলডি. এপিপি.
	শ্রী মহম্মদ কুতুবউদ্দিন, আইনজীবী
	শ্রী শান্তনু দেব রায়, আইনজীবী
এর বিপরীত	শ্রী মনজিৎ সিং, আইনজীবী
পক্ষ নম্বর ২	শ্রী বিশ্বজিৎ মাল, আইনজীবী
	শ্রী অভিষেক বাগল, আইনজীবী
শুনানির তারিখ	২১.০৯.২০২৩, ০৪.১০.২০২৩,
রায়	**১৭ অক্টোবর, ২০২৩**

বিচারপতি, বিভাস রঞ্জন দে-

১. এই পুনর্বিবেচনার আবেদনটি ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ৪৯৮এ/৪০৬/৩২৩/৩৪ এর অধীনে ১৮.০৫.২০১৩ তারিখের হাওড়া মহিলা থানা মামলা নং ১৮/১৩ থেকে উদ্‌ভূত বিজ্ঞ বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট (দ্বিতীয় আদালত), হাওড়ার সামনে বিচারাধীন ২২/১৩ নম্বর চার্জশিটের সাথে সম্পর্কিত কার্যধারা বাতিলের জন্য আবেদন করে দাখিল করা হয়েছে।

২. ১৮.০৫.২০১৩ তারিখে প্রায় ১২:১৫ মিনিটে বিপরীত পক্ষ নং ২ হাওড়া মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে, যেখানে তিনি অভিযোগ করেন যে, তিনি ২২.০৪.১৯৯৬ তারিখে হিন্দু অধিকার ও রীতিনীতি অনুসারে সুমন বন্দোপাধ্যায়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু, তার বিয়ের পরপরই আবেদনকারী নং ১ ও ২ এবং অন্যান্য শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা আরও যৌতুকের দাবিতে এবং অন্যান্য পারিবারিক বিষয় জড়িত রেখে তাকে প্রচণ্ড শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে।

৩. ০১.০১.২০১২ তারিখে ডিফ্যাক্টো অভিযোগকারীর শ্বশুর (এখানে বিপরীত পক্ষ নং ২) মারা যাওয়ার পরে পরিস্থিতি আরও বেড়ে যায়। আচার-অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে, অভিযোগকারী এবং তার স্বামীকে তার বিবাহের বাড়িতে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি এবং তার ৯৪ গ্রাম

অভিযুক্তদের কাছে জোর করে অলংকার রাখা হয়েছিল। পরবর্তীকালে, আবেদনকারী নং ১ এবং ২ অন্যান্য অভিযুক্তদের সাথে মিলে প্রকৃত অভিযোগকারীকে গালিগালাজ এবং হত্যার হুমকি দিয়ে হয়রানি করতেন।

৪. ১৪.০৫.২০১৩-এ প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারীর অরনাকে রাস্তার পিছন থেকেই টেনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার হাত শক্তভাবে ঘষে অভিযুক্ত তাকে মাটিতে ঠেলে দেয়।

৫. আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী, শ্রী প্রবীর কুমার মিত্র কঠোরভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এফআইআরটি 07.02.২০১২ তারিখে দায়ের করা হয়েছিল শিবপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ/৫০৬/৪০৬/৩২৩/৩৪ ধারায় অপরাধের অভিযোগে করা হয়েছিল। সেই মামলার তদন্তের পরে সেই অনুযায়ী চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছিল।

৬. শ্রী মিত্র আরও যুক্তি দেখিয়েছেন যে পরবর্তীকালে ১৮.০৫.২০১৩-এ আবার হাওড়া মহিলা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল যা একই অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ/৪০৬/৩২৩/৩৪ ধারার অধীনে এফআইআর নম্বর ১৮/১৩ তারিখ ১৮.০৫.২০১৩-এর অধীনে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। সেই ক্ষেত্রে চার্জশিটও ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ/৪০৬/৩২৩/৩৪ ধারার অধীনে জমা দেওয়া হয়েছিল। তদনুসারে শ্রী মিত্র জমা দিয়েছেন যে দ্বিতীয় এফআইআর বাতিল হওয়ার যোগ্য।

৭.	শ্রী মিত্র আরও বলেছেন যে, এই মামলার তদন্তের সময় সংগৃহীত প্রমাণগুলি প্রথম অভিযোগে করা অভিযোগের প্রতিরূপ যেখানে ইতিমধ্যে অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছে। তাঁর যুক্তির সমর্থনে নিম্নলিখিত মামলাগুলির উপর নির্ভর করা হয়েছিলঃ -

- **প্রমথ নাথ তালুকদার এবং সুরেন্দ্র মোহন বসু বনাম সরোজ রঞ্জন সরকার ১৯৬২ সালে রিপোর্ট করেছেন (২) এসসিআর ২৯৭**
- **২০০১ সালে টি. টি. অ্যান্টনি বনাম কেরালা রাজ্য এবং অন্যান্যরা সুপ্রিম কোর্টের মামলাগুলি (সি. আর. আই) ১০৮৪ রিপোর্ট করেছে**
- **অমিতভাই অনিলচন্দ্র শাহ বনাম সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন এবং আরেকজন একটি রিপোর্ট করেছে (২০১৩) ৬ সুপ্রিম কোর্ট মামলা ৩৪৮**
- **তাজমুল হোসেন শাহ @তাজু শাহ এবং আনর বনাম আরেকজন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আরেকজন রিপোর্ট (২০০৬) ১ সিসিআর এলআর (ক্যাল) ১৭৭**

৮.	অপর পক্ষের ২ নং পক্ষের পক্ষে উপস্থিত হয়ে লেফটেন্যান্ট অ্যাটর্নি জনাব মনজিৎ সিং বলেছেন যে, দ্বিতীয় এফআইআরটি একটি নির্দিষ্ট তারিখে লাঞ্ছিত করা এবং শালীনতা অবমাননা করার অভিযোগে দায়ের করা হয়েছিল, তাও চার্জশিট জমা দেওয়ার পরে প্রথম কেস।

৯.	রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী, শ্রী প্রসূন কুমার দত্ত, দাখিল করেছেন যে দুটি মামলা অভিন্ন নয়। ১৪.০৫.২০১৩ তারিখে আবেদনকারীদের দ্বারা সংঘটিত একটি ঘটনার বিষয়ে এফআইআর-এ সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে।

১০.	আবেদনকারীর পক্ষে নির্ভরযোগ্য মামলাগুলির সিদ্ধান্তের অনুপাত হল যে কোনও দ্বিতীয় এফআইআর হতে পারে না এবং ফলস্বরূপ একই আমলযোগ্য অপরাধ বা একই ঘটনা বা ঘটনার ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রতিটি তথ্য প্রাপ্তির পরে কোনও নতুন তদন্ত হতে পারে না যা এক বা একাধিক আমলযোগ্য অপরাধের জন্ম দেয়।

১১.	এখন আদালতের সিদ্ধান্তের জন্য যে প্রশ্নটি আসে তা হল আবেদনকারীদের দ্বারা সংঘটিত একই ঘটনার জন্য দ্বিতীয় এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল কিনা, যারা ইতিমধ্যে বিরোধী পক্ষ নং ২/অভিযোগকারীর অনুরোধে ০৭.০২.২০১২-এ দায়ের করা অভিযোগের পরে জমা দেওয়া চার্জশিট দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল।

১২.	এফআইআর-এর প্রসঙ্গে আমার মনে হয় যে, ৭.০২.২০১২ এবং ১৮.০৫.২০১৩ তারিখে দায়ের করা উভয় এফআইআর-তেই একই 'নির্যাতন এবং স্ত্রীধনের জিনিসপত্র ধরে রাখার ঘটনা' র অভিযোগ আনা হয়েছে। দ্বিতীয় এফআইআর-এ, লাঞ্ছনা এবং বিনয়ের প্রতি অবমাননার ঘটনার অভিযোগ আনা হয়েছে। তদন্তের সময় তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারি কার্যবিধির (সংক্ষেপে সিআরপিসি) ১৬১ ধারার অধীনে জবানবন্দি রেকর্ড করে প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন।

যে অভিযোগকারী এফআইআর দায়ের করেছেন, তিনি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ নম্বর ধারার অধীনে রেকর্ড করা তার বিবৃতিতে ১৪.০৫.২০১৩-এ লাঞ্ছনা বা শ্লীলতাহানির কোনও অপরাধের কথা বলেননি। কেবলমাত্র দু 'জন সাক্ষী অর্থাৎ অভিযোগকারীর স্বামী এবং অভিযোগকারীর শ্যালিকা কেবল অবমাননাকর ভাষার কথা বলেছেন। অতএব, লাঞ্ছনা ও শালীনতার অপমান সম্পর্কিত দ্বিতীয় অভিযোগের অভিযোগ অভিযোগকারীর নিজের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। এমনকি যদি আমি ধরে নিই যে আবেদনকারীরা ১৪.০৫.২০১৩-এ অভিযোগকারীর কাছে অবমাননাকর ভাষা ছুঁড়েছে তবে এটি একটি আমলযোগ্য অপরাধ বলা যায় না যা কেবল এখতিয়ার আদালতের অনুমতি পাওয়ার পরে তদন্ত করা যেতে পারে।

১৩. উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, হাতে থাকা মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত এফআইআর পূর্ববর্তী প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদনের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন এবং অবমাননাকর ভাষা নিক্ষেপের অপরাধ ছাড়া যা একটি আমলযোগ্য অপরাধ, যদিও ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬১ ধারার অধীনে বিবৃতি দেওয়ার সময় অভিযোগকারী নিজেই তা নিশ্চিত করেননি।

১৪. বিষয়টির উপরের দৃষ্টিভঙ্গিতে, আমি অনুমতি দিতে অক্ষম এই প্রক্রিয়াটি একই - এর উপর দ্বিতীয় এফআইআর হিসাবে আরও অব্যাহত থাকবে

আইনের স্থির নীতির অধীনে একই পক্ষের মধ্যে পদক্ষেপের কারণ অনুমোদিত নয়।

১৫. ফলস্বরূপ, ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ৪৯৮এ/৪০৬/৩২৩/৩৪ এর অধীনে ১৮.০৫.২০১৩ তারিখের হাওড়া মহিলা থানা মামলা নং ১৮/১৩ থেকে উদ্‌ভূত বিজ্ঞ বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট (দ্বিতীয় আদালত), হাওড়ার সামনে বিচারাধীন জি.আর. মামলা নং ৩৪৯৬/১৩ সহ চার্জশিট নং ২২/১৩ সম্পর্কিত কার্যধারা বাতিল করা হলো।

১৬. পুনর্বিবেচনার আবেদনটি ২০১৮ সালের ১৭৪০ নম্বর হওয়ার কারণে অনুমোদিত।

১৭. এই পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনের সমস্ত পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা এই আদেশের সার্ভার অনুলিপিতে কাজ করবে।

১৮. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর পক্ষগুলিকে সরবরাহ করতে হবে।

[বিচারপতি, বিভাস রঞ্জন দে]

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal